জনাব শারমিন রহমান, প্রশিক্ষণার্থী এর অনুভূতি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ৭৫তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

০২। শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই সাথে আমি স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটে শহীদ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শাহাদত বরণকারী প্রত্যেক সদস্যকে। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদ, ২ লক্ষ মা-বোন এবং ৫২'র ভাষাশহীদদের প্রতি।

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গত ২রা এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিত ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে যখন মনোনয়ন পেয়েছিলাম, শিশু সন্তান নিয়ে ০৬ মাস মেয়াদি কষ্টসাধ্য এই প্রশিক্ষণটি আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা, সেব্যাপারে ভীষণ উৎকণ্ঠায় ছিলাম। বিপিএটিসির আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত ১৫-তলা নবনির্মিত ডরমিটরি, শিশুদের জন্য আধুনিক ডে-কেয়ার সেন্টার, সুপ্রশস্ত কক্ষ, নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তাসহ অনুপম প্রাকৃতিক শোভাময় পরিবেশে এসে আমার সব চিন্তা নিমেষেই দূর হয়ে যায়। বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে বৃহৎ প্রকল্প সেখানে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই প্রকল্পটি আপনারই সানুগ্রহ নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় নেয়া। আমার মতো আরো ২৬ জন মা-প্রশিক্ষণার্থী এই কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন। সবার পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

০৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি সরকারি স্কুল, সরকারি কলেজ ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ পড়াশোনা করেছি। জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় পড়াশুনা করায় আমার দায় জনগনের প্রতি অনেক

বেশি। ২০১৭ সালে প্রথম আপনার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়। উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা সহযোগিতা প্রকল্পের আওতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশীপ গ্রহণের সময় এই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনেই প্রদত্ত আপনার বক্তব্য দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আপনাকে দেখেই আমি একজন নারী হয়েও আত্মবিশ্বাস পাই পুলিশের মত চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসতে। আপনি সন্দেহাতীতভাবেই বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বের পথিকৃৎ। আপনাকে অনুসরন করেই বাংলাদেশে আজ বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার, সংসদ সদস্যসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সবাই নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে, আপনি করে দেখিয়েছেন।

০৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ আজ বাস্তবে রুপ লাভ করেছে। “আমার গ্রাম আমার শহর” নামের যে উন্নয়ন আপনি শুরু করেছেন, তারই বাস্তব রূপ দিতে আমরা প্রশিক্ষণার্থীরা ছড়িয়ে গিয়েছিলাম প্রত্যন্ত গ্রামের সুবিধাবিঞ্চিত পরিবারে। চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি তাদের সমস্যা। সমাধানের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিয়েছি। দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন সংযুক্তিতে আমরা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) ও বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) তে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমরা বর্তমান সরকারের পল্লী উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন সফল উদ্যোগ দেখতে পাই। আপনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম সংযুক্ত করেছেন সড়ক পথে। পৌছে দিয়েছেন বিদ্যুৎ, হাই স্পীড ইন্টারনেট। স্থাপন করেছেন হাসপাতাল। আজ বাংলাদেশের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে স্কুল নেই। শহরের সকল সুবিধা আপনি নিয়ে এসেছেন গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায়।

০৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। আপনি আমাদের দিয়েছেন সমৃদ্ধ শক্তিশালি বাংলাদেশ। আপনি নতুন বাংলাদেশের ইতিহাস রচয়িতা। বঙ্গবন্ধু যে ইতিহাস শুরু করেছিলেন, আপনার নেতৃত্বে সেই ইতিহাস পূর্নতা পাবে। আপনার ইতিহাস রচনায় আমরাও কাজ করে যেতে চাই।

কবি শামসুল হকের মত আমরাও বলতে চাই

"এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ, আমি কি তেমন সন্তান,

যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।"

০৭। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের শপথ নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক